REG. NO. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

২০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৯শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৪০ ইংরাজী 15th November 1933 | ২৩শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

লোহার

কড়ি, বরগা,

এঙ্গেল, করগেট, মটকা, পাটী, বল্টু প্লেট ও ঢালাই রেলিং, পিলার, পাই প্রভৃতি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি ভিঃ পিঃ তে সত্বর মাল পাঠাই।

রঞ্জন এণ্ড কোং
৬৭।৪ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা
বড়বাজার।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।
১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৩৯ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি, এস, ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এল, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস-এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী, আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মুল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৷০, ছোট ১৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা পুস্তক লিখিলে বিনামুল্যে পাঠাই।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৯শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৪০ সাল।

শোক সংবাদ।

গত ২৮শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুরের খ্যাতনামা উকিল আমাদের পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পরোপকারী আদর্শ মহিলা আজকাল বিরল। তিনি কখনও পরের দুঃখ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনকে সর্ব্বদাই তাঁর অভাব অনুভব করিতে হইবে। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ভগবান তাঁর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান।

আজিমগঞ্জের শ্রীযুক্ত গণপতমল লোঢ়া মহাশয় জঙ্গিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১০০৲ এক শত টাকা দান করিয়াছেন। তিনি হাসপাতালের ডাক্তার বাবু যামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিকিৎসা নৈপুণ্যে ও যত্নে সন্তুষ্ট হইয়াই এই টাকা দান করিয়াছেন। দাতা চিরং জীবতু।

রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার।

এবারে মুর্শিদাবাদ জেলা রচনা প্রতিযোগিতায় বাড়ালা রামদাস সেন হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীরাধাশ্যাম ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৬৲ ছয় টাকা পুরস্কার পাইয়াছে।

দুই বরের দাঙ্গা।

গত ৩০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় এক সামান্য ব্যাপার লইয়া পাঞ্জাবের মুলতান সহরে দুইদল বিবাহযাত্রীর মধ্যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। একই মহল্লায় সেই দিন দুইটি বিবাহ ছিল এবং সন্ধ্যাকালে উভয় বিবাহে বরযাত্রীদল মহল্লার নিকট উপস্থিত হইলে, কে আগে মহল্লায় প্রবেশ করিবে, তাহা লইয়া কলহ বাধিয়াছিল। কিছুকাল আলোচনার পর স্থির হয় যে উভয় বরই এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া মহল্লায় প্রবেশ করিবে। বরদ্বয়ের এক জন ক্ষত্রী ও অপর জন আরোরা। তাহাদিগকে আগাইয়া দিবার জন্য এক ব্যক্তি যাইয়া গেটে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই ব্যক্তি নাকি তাহার লাঠি উঠাইয়া কি সঙ্কেত করে; ফলে কয়েকজন গুণ্ডা আসিয়া আরোরা বরকে ধাক্কা দেয় এবং তাহার রৌপ্য নির্ম্মিত টোপর ফেলিয়া দেয়। উভয় দলের মধ্যে তখন হাতাহাতি আরম্ভ হয় এবং তাহাতে লাঠিও চলে। ক্ষত্রীবর তাহার বিবাহের তরবারি বাহির করিয়া আরোরা বরকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু একজন স্ত্রীলোক তাহাকে বাধা দেওয়ায় সে বেচারা রক্ষা পায়। স্ত্রীলোকটির হাতে আঘাত লাগে। অবশেষে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইলে দাঙ্গা বন্ধ হয়।

সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ।

নভেম্বর মাস হইতে সেভিংস ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার সুদ শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা স্থলে ২৷৹ টাকা করিয়া দেওয়া স্থির হইয়াছে।

স্বাস্থ্য।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির এলেকার মধ্যে এ বৎসর জ্বরের প্রাদুর্ভাব বেশী। এখনও অনেকেই জ্বরে আক্রান্ত হইতেছে।

দুই তরুণীর আত্মহত্যা।

মাদ্রাজ মাদুরার এক সংবাদে প্রকাশ,—জীবনে বিতৃষ্ণা হইয়া দুইটি তরুণী এক যোগে একটী কুয়ায় দেহ নিক্ষেপ করিয়া আত্মহত্যা করে। তরুণী দুইটি ১৩ বৎসর বয়স্কা এক বালিকাকে তাহাদের পথের পথিক করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বালিকাটী কুয়া দেখিয়াই ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করে। দৃঢ় আলিঙ্গনাবস্থায় পরে শবদেহ দুইটী উদ্ধার করা হয়।

সম্মান লাভ।

এবার এলাহাবাদে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনীতে বহরমপুর সহরের শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিমন্ত্রিত হন। তাঁর ছাত্র ও ছাত্রী যামিনী গাঙ্গুলী (ছনু) ও শান্তি ব্যানার্জ্জী প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছে।

নারীহরণে শাস্তি।

সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে বাঙ্গলার সরকার নারীহরণকারী দুর্ব্বৃত্তকে প্রকাশ্যভাবে কঠোর কশাঘাত করিয়া দণ্ডিত করা যায় কি না, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। এই প্রকার পাপীর শাস্তি যতই নির্ম্মম হউক না কেন, আমরা তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইবনা। সম্প্রতি আমেরিকায় এইরূপ একজন আসামীর প্রাণদণ্ড হইয়াছে।

সন্তরীণ বীর।

বাঙ্গালার অদ্বিতীয় সন্তরণ বীর প্রফুল্ল কুমার ঘোষ সরকারী তত্ত্বাবধানে ৭৫ ঘণ্টা সন্তরণ সমাপ্ত করিয়াছেন। তিনি এখন ৮০ ঘণ্টা একাদিক্রমে সন্তরণ করিয়া পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এখানে সন্তরণের সময় কচ্ছপগুলি তাঁহাকে দংশন করিতে থাকে কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন নাই।

ভদ্রলোকদিগকে জমী বিলি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় ও চতুর্থ দলের যুবকরা যে জমী পাইয়াছে, তাহা এখনও নীচু বলিয়া তাহারা আজ পর্য্যন্ত তথায় আপনারা গৃহ নির্ম্মাণ করে নাই এবং বর্ত্তমানে জমীর কাছে একখানি টিনের ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছে। এই যুবকদিগের দ্বারা কৃষির আর এক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হয়। সরকারের কৃষি বিভাগ যে সব উন্নত ফসলের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, চরের সাধারণ কৃষকরা ইহাদিগের নিকট হইতে সে সকলের চাষ করিতে শিখিতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ফরিদপুরে এই যে পরীক্ষা চলিতেছে, ইহাতে কেবল যে আমাদিগের যুবকদিগের জটিল বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে, তাহাই নহে; পরন্তু, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের দৃষ্টান্তে সাধারণ কৃষকরা নূতন নূতন ফসল উৎপন্ন করায় কৃষক সাধারণেরও আর্থিক উন্নতি হইতে পারে।

শিক্ষার্থীদিগের প্রয়োজন বলিয়া বিজ্ঞাপন না দিলেও প্রতি বৎসর বহু লোক শিক্ষার্থী হইবার জন্য আবেদন করে। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয় নাই এবং যে স্থানে মোটামুটি ১০ জন বি, এ, পাশ না করা যুবক শিক্ষার্থী হয়, সে স্থানে ৫ জন মাত্র বি, এ, পাশ করা যুবক দরখাস্ত করে। মুসলমানরা প্রথমে এই কার্য্যে আকৃষ্ট হয় নাই—প্রথম দুই দলে ১ জনও মুসলমান যুবক ছিল না এবং দ্বিতীয় দলে ১ জন মাত্র মুসলমান ছিল। তবে তৃতীয় দলে ৩ জন মুসলমান যুবক ছিল এবং যে দল এখন শিক্ষা পাইতেছে সেই চতুর্থ দলে ৩ জন মুসলমান আছে। এখন মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে।

কৃষি বিভাগের মন্ত্রী নবাব কে, জি, এম, ফারোকী সাহেব সম্প্রতি উটজ শিল্পের উন্নতি সাধন দ্বারা দেশের যুবকদিগের মধ্যে বেকার-সমস্যার সমাধান চেষ্টা করিয়া লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি ফরিদপুরে এই ব্যবস্থায়ও বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন এবং অন্যান্য জিলায় ইহা প্রবর্ত্তিত করা যায় কি না দেখিবার জন্য ফরিদপুরে ইহার ফল কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। বাঙ্গলার সংবাদপত্রগুলি এই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে যে লোক ইহার বিষয় জানিতে চাহিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, দেশের লোকও ইহার সমর্থন করেন।

আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সহজে সরকারের কোন বিভাগের কাজের প্রশংসা করেন না। তিনিও এই ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে "ফরিদপুরে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে শ্রমের মর্য্যাদা শিক্ষাদান" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি লিখেন —

"প্রত্যুষে সাড়ে ছয়টার সময় আমি দেখিলাম, ৩ জন বলিষ্ঠ যুবক কেবল খাকি রঙ্গের হাফ প্যাণ্ট ও সার্ট পরিয়া খালি পায়ে স্কন্ধে লাঙ্গল লইয়া ৩ জোড়া হৃষ্টপুষ্ট বলদ গোশালা হইতে বাহির করিয়া লইয়া মাঠের দিকে যাইতেছে। দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, আর ২ জন যুবক ঝাটা লইয়া গোশালা পরিষ্কার করিতেছে—ঝুড়ীতে গোময় লইয়া সার গাদায় ফেলিয়া আসিতেছে। মাঠে যে স্থানে যুবকরা লাঙ্গল দিতেছিল, আমি দ্রুত তথায় গমন করিলাম। একজন ব্রাহ্মণ ও দুই জন কায়স্থ যুবক নিজহস্তে লাঙ্গল দিতেছে এবং ভালরূপ কাজই করিতেছে—এই দৃশ্যে সকলের মনেই বিশেষ আশার ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। প্রায় ২ ঘণ্টায় তাহারা ১ একর জমীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশে সুন্দররূপে লাঙ্গল দিল আমি লাফাইয়া যাইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলাম এবং আপনি লাঙ্গলের 'মুঠি' ধরিলাম। আমার মনে হইল, আমার যদি নূতন করিয়া জীবন যাপন পদ্ধতি আরম্ভ করিবার বয়স থাকিত, সাধারণতঃ কৃষকরা যেরূপ কাজ করে, তাহাদিগের কাজ তদপেক্ষা কোন অংশে মন্দ নহে এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই কাজ শেষ করিয়াছিল। আমি গোশালায় আসিয়া দেখিলাম এক জন ব্রাহ্মণ ও একজন কায়স্থ যুবক গোশালা পরিষ্কার করিতেছে তাহারা মহৎ কার্য্য করিতেছে বলিয়া আমি তাহাদিগকে চুম্বন করিলাম। এই ৫ জন যুবকই ফরিদপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। ইহাদিগের মুখে যেন শ্রমের মর্য্যাদা-জ্ঞানের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহারা প্রাতে সাড়ে ছয়টা হইতে ১১ টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্নে আড়াইটা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত মাঠে কাজ করে। ইহারা ক্ষেত্রের নিকটে টিনের ঘরে বাস করে; আপনারা ঘর ঝাঁট দেয়, এক সঙ্গে খাদ্য রন্ধন করে, বাসন মাজে, জল আনে। আমি ৩ দিন ক্ষেত্রে থাকিয়া যেন নূতন জীবন যাপন করিয়াছিলাম। কলিকাতার কাজ ত্যাগ করিয়া আমি যে ফরিদপুরে গিয়াছিলাম, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখানুভব করি নাই। আমি শিক্ষার্থী হইয়া তথায় গিয়াছিলাম এবং তথায় যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমি শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

ডাক্তার আর্কুহার্ট যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, তখন—১৯৩০ খৃষ্টাব্দে—ফরিদপুর প্রদর্শনীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"এই যে ব্যবস্থা হইয়াছে ইহাতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক যে শিক্ষা পাইবে তাহাতে তাহারা সসম্মানে আপনাদিগকে ও পরিজনগণকে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আজ প্রাতে যে স্থানে যুবকরা বাস করে তথায় যাইয়া তাহারা যেরূপ সানন্দে ও সাগ্রহে কাজ করিতেছে ও যেরূপ প্রফুল্লভাবে একত্র বাস করিতেছে তাহা দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। যাহারা শিক্ষা শেষ করিয়া যাইয়া জমী লইয়া চাষ করিতেছে তাহাদিগের কথা শুনিয়া ও অবলম্বিত ব্যবসায়ে তাহাদিগের সাফল্যের সংবাদে আমি আনন্দিত হইয়াছি। এখন যে ব্যবস্থা তাহা স্বল্পায়তন হইলেও ইহার বিস্তারের বিশেষ সুবিধা ও সম্ভাবনা আছে। যদি ভারতবর্ষের সকল জিলায় এইরূপ ব্যবস্থা করা যায়, তবে যে বর্ত্তমান অনেক সমস্যার কতকটা সমাধান হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। * * * * ইহাতে বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধান অনিবার্য্য এবং সেই জন্য ইহা সকলেরই সাহায্য লাভের উপযুক্ত।"

জঙ্গিপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী ১৯৩৪।

আগামী ১৯৩৪ সালের ২৮শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত চারি দিবস জঙ্গিপুর ম্যাকেঞ্জি পার্কে জঙ্গিপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী হইবে। সকল প্রকার কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের জন্য ষ্টল দেওয়া হইবে, কোন ষ্টলভাড়া দিতে হইবে না। এই সঙ্গে একটী মেলা হইবে, মেলায় নানাপ্রকার গান বাজনা আমোদ প্রমোদ হইবে। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে মহিলাদের দেখিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। গত বৎসর আশাতীত লোক সমাগম হওয়ায় এবৎসর দর্শকগণের সুবিধার জন্য সকল প্রকার সুব্যবস্থা করা হইবে। ষ্টল গ্রহণকারিগণের সর্ব্ব-বিধ সুবিধার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে।

রায় জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর, সভাপতি
শ্রীদ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার, শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, সেক্রেটারী।
জঙ্গিপুর কৃষি ও শিল্পী প্রদর্শনী কমিটী।

হোমিও ঔষধ! হোমিও ঔষধ!!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵১৫, ২০০ প্রতি ড্রাম ৶০ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুত আছে।

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ)
প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

টিপসহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।
মূল্য প্রতি কৌটা পাঁচ পয়সা।

ছাদের জন্য
লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি
উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং
প্রোঃ শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার,
কলিকাতা।

কলোনিয়াল কুইনাইন কেমিক্যাল
"সি, কিউ, সি" কুইনাইন ট্যাবলেট

ভারতের একমাত্র দেশীয় কুইনাইন প্রস্তুতের কারখানা।
কাঁচা মাল, পরিশ্রম, মূলধন সমস্তই ভারতের নিজস্ব। বিস্তারিত বিবরণ
ও দরের জন্য পত্র লিখুন।
সোল ডিষ্ট্রিবিউটার—বসাক ফ্যাক্টরী ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য
সংরক্ষণের অভিনব
প্রসাধন দ্রব্য

রেডিয়ম স্নো

শিশুদিগের কোমল চর্ম্মে
নিরাপদে ব্যবহার
করা যায়।

ত্বকের উপর অদৃশ্যভাবে অতি সূক্ষ্মতর আবরণরূপে লাগিয়া থাকে। গ্রীষ্ম-জনিত কষ্ট এবং চর্ম্মরোগ হইতে দেহকে রক্ষা করে।

স্বনামধন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী বলেনঃ—রেডিয়ম স্নো দেখিতে সুন্দর, ঘ্রাণে সুগন্ধি ও স্পর্শে কোমল। ইহার আকার প্রকারের সৌষ্ঠব বিলাতীর সমতুল। দেশী কার-খানায় দেশী লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইতেছে—না জানিলে ইহাকে একটী শ্রেষ্ঠ বিলাতী বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

(স্বাঃ) শ্রীসরলা দেবী।

প্রস্তুতকারক—
রেডিয়ম ল্যাবরেটরী
কলিকাতা।
ফোন—৩০৬২ বি, বি।

সোল এজেন্টস্—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন—২১৮৩ বড়বাজার।

সব দোকানে পাওয়া যায়।

ইহার অমোঘ শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

৫৬ বৎসরের পরীক্ষিত লক্ষ লক্ষ ম্যালেরিয়া
প্রপীড়িত রোগীর দ্বারা ব্যবহৃত।

অমৃতাদি কষায়

ম্যালেরিয়া জ্বর, বিষমজ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, প্লীহা-যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, পালাজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

অমৃতাদি কষায়—কুইনাইন সদৃশ শক্তিশালী জ্বরঘ্ন এবং বলকারক গাছগাছড়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত, সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য।

অমৃতাদি কষায়—ব্যবহারে জ্বর অবিলম্বে বিরাম প্রাপ্ত হয় এবং ইহা জ্বরের পুনরাক্রমণে বাধা প্রদান করে।

অমৃতাদি কষায়—যকৃতের উপর ক্রিয়া করে, পিত্ত নিঃসারিত করে; কোষ্ঠ পরিস্কার করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করে; বর্দ্ধিত প্লীহা এবং যকৃতের আকার হ্রাস করিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরানয়ন করে; রক্ত পরিস্কার করিয়া রোগীকে শক্তিশালী করে।

অমৃতাদি কষায়—ম্যালেরিয়া জ্বরের যাবতীয় বিষ সমূলে বিনষ্ট করিয়া শরীর হইতে বহির্গত করিয়া দেয় এবং রোগীকে অতি সত্বর সুস্থ, সবল এবং কান্তিযুক্ত করে।

মূল্য প্রতি শিশি একপোয়া ১৲—অর্দ্ধপোয়া ॥০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কসের

চাঁদমার্কা পাঁচন

ম্যালেরিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

নুতন জ্বর ১ দিনে পুরাতন জ্বর ৩ দিনে
আরোগ্য হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—চাঁদমার্কা পাঁচনের জাল ধরা পড়ায় উহার প্রতিকারার্থে শিশির প্যাকিংএর কিছু পারিবর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাদা কাগজে নিয়মাবলী দেওয়া হইত। এখন প্রত্যেক শিশির গায়ে হলুদবর্ণের কাগজে পাঁচন প্রস্তুতের বিবরণ ছবি ও ব্যবহারবিধি এবং আমাদের কুইনাইন ট্যাবলেট, রেডিয়াম স্নো প্রভৃতির বিবরণ ছাপাইয়া পুস্তিকাকারে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাহকগণ এখন হইতে বর্ত্তমান প্যাকিং দেখিয়া মাল গ্রহণ করিলে নিরাপদ হইবেন ও খাঁটি জিনিষ পাইবেন।

সোল এজেণ্ট :—
বসাক ফ্যাক্টরী
৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, — কলিকাতা।

যে জিনিষ বহুলোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

১। অমৃতার্ণব অবলেহ :—এই অবলেহ সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শুক্র গাঢ় ও বর্দ্ধিত হয়। দেহকে বলিষ্ঠ এবং কান্তিযুক্ত করে। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দুর করতঃ শরীরের অতিরিক্ত উত্তাপ হ্রাস করে এবং স্মৃতি ও ধারণাশক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। ২০ তোলা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ২৲ টাকা।

সকল সম্পদের সার, স্বাস্থ্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তক "কামশাস্ত্র" পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইবেন।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮২৭ সালে আবিষ্কৃত

ধবল বা শ্বেতি (শ্বেতকুষ্ঠ)

রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ব্যবহার করিয়া অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কেহই নিস্ফল হয় নাই। যে অঙ্গে যত দিনেরই রোগ হউক সপ্তাহে লাল হইয়া ক্রমে নির্দ্দোষ স্থায়ী আরোগ্য হয়, পুনরাক্রমণের কোন আশঙ্কা থাকে না। ঔষধে কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত পদার্থ নাই। মূল্য তৈল ও চূর্ণ ২॥০ টাকা।

বসু এণ্ড সন্স
১০।১এ, বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

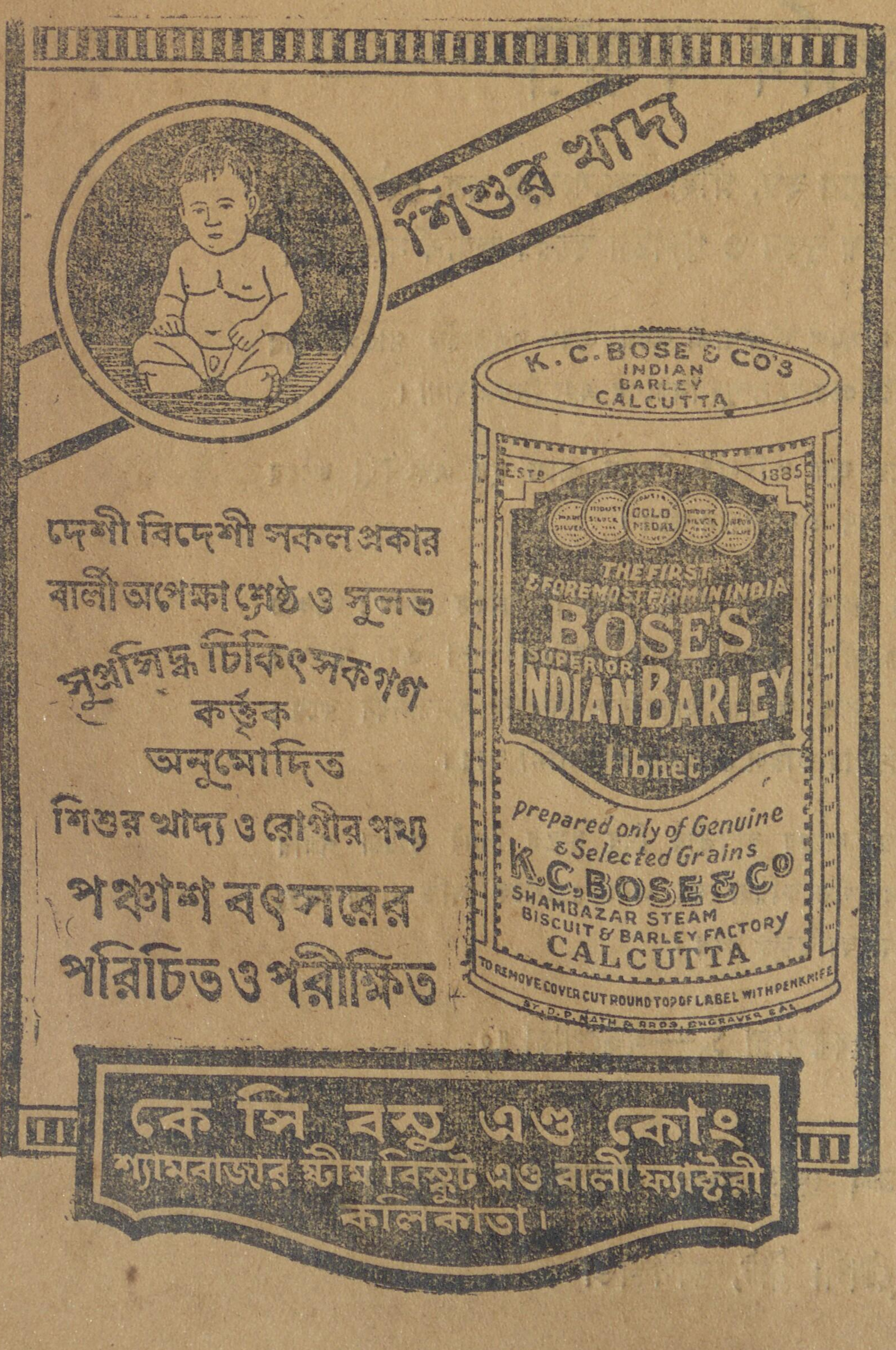

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৴০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৴০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৌকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

পরীক্ষিত ঔষধাবলী
কণ্টিক্ক
বসন্তের প্রতিষেধক।
পেপ—অজীর্ণে ও অম্লে।
বিল—হিষ্টিরিয়ার ঔষধ।
লুং—হাঁপানীর উপকারী।
হর—চুলকানি ও চর্ম্মরোগে।
মূল্য প্রতি ড্রাম ।০ আনা।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমুল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲, ডজন ১২৲ মাত্র।

দামোদর সুধা

ইহা সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত ব্যক্তি লিভার ও প্লীহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ন্যাবা, শোথযুক্ত জীর্ণ শীর্ণ এমন কি অস্থি চর্ম্মসার হইয়াও এই দামোদর সুধা ব্যবহারে নিত্যই আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মূল্য ॥৵০ প্লীহার মালিষ সমেত ১৲

ফেরোকল—যাবতীয় গণোরিয়া (মেহ, প্রমেহ) রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। আজকাল প্রায় অধিকাংশ যুবক যুবতী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন এমন কি অনেকে জীবনে হতাশ হইয়া থাকেন। ইহা ব্যবহারে উক্ত যন্ত্রণা প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ ২।৩ দিনে আরোগ্য করে। একটী পিচকারীসহ প্রতি শিশি মূল্য ১॥০ উক্ত ঔষধ সমূহ ভিঃ, পিতে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে।

সোল প্রোঃ ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

এজেণ্টস্—
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
কলিকাতা

সন ১৩৪০ সালের ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।